ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বলিউড তারকা প্রীতি জিনতার ভডিও ভাইরাল

পৃঃ ৫

আইপিএলে চাহালের ডাবল সেঞ্চুরি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১৫ ● কলকাতা ● ১৫ বৈশাখ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে 'কাকুকে'

জেরা শুরু করল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইডি-র তদন্তে কণ্ঠস্বরের নমুনা মিলে যাওয়ার পর সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জেলে গিয়ে জেরা করার আবেদন জানাল সিবিআই। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলে গিয়ে তাঁকে জেরার আবেদন জানায় গোয়েন্দারা। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে তাঁকে জেরা করতে চায় সিবিআই। সুজয় ছাড়াও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও অয়ন শীলকেও জেরা করতে চায় সিবিআই।অভিযোগ, কুন্তল, অয়ন, শান্তনু এরা যাদের মাধ্যমে টাকা নিয়ে নিয়োগের চেষ্টা করতেন সেই তালিকাটা সর্বশেষ যেত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কাছে। এই বিষয়ে আরও তথ্য পেতেই জেরা বলে মনে করা হচ্ছে। ফলত, একদিকে ইডি-র মামলা অন্য দিকে সিবিআই-এর। এই দু'য়ের সাঁড়াশি চাপে আপাতত 'কালীঘাটের কাকু'।এরপরই আদালতের অনুমতি পাওয়া মাত্রই প্রেসিডেন্সি জেলে গিয়ে 'কাকুকে' জেরা শুরু করল সিবিআই। বস্তুত, সম্প্রতি ইডি-র দায়ের করা মামলায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর মিলে যায়। তবে এবার তাঁকে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলে জেরা করতে এসেছে সিবিআই। তবে শুধু কাকু নয়, এর পাশাপাশি অয়ন শীল ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জেরা করবে তারা। তদন্তকারী আধিকারিকদের বক্তব্য তাদের কাছে নতুন কিছু তথ্য প্রমাণ উঠে এসেছে যার ভিত্তিতে তাঁকে জেরা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পুলিশের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের নজরে থাকা উচিত ছিল: সৌগত

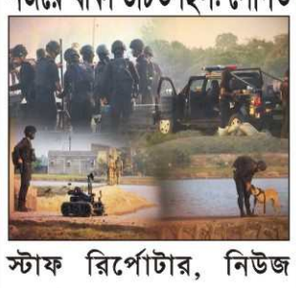

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সকাল থেকে তল্লাশি চালানোর পর বিপুল অস্ত্র উদ্ধার করে সিবিআই। উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে পুলিশের রিভলভারও। বোমা উদ্ধার করতে শুক্রবার নামানো হয়েছিল এনএসজি। আর সেই অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার পর পুলিশের ওপরেই দায় চাপাচ্ছে তৃণমূল নেতাদের একটা অংশ। তাঁদের দাবি, অস্ত্র যদি কেউ রেখেও থাকে, তাহলে তা দেখা পুলিশের উচিত ছিল।এবার সেই একই সুরে কথা বললেন আর এক তৃণমূল নেতা সৌগত রায়। দমদমের তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায় শনিবার প্রচারে বেরিয়ে সন্দেশখালি নিয়ে মন্তব্য করেন। রাজ্যের পুলিশকে অপদার্থ বলেও সম্বোধন করেন তিনি। সন্দেশখালি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, যেই অস্ত্র রাখুক না কেন, বেআইনি অস্ত্র ধরা তো পুলিশেরই কাজ। এটা পুলিশের অপদার্থতা। তাঁর মতে, কেন্দ্রীয় এজেন্সি

এরপর ৩ পাতায়

সন্দেশখালিতে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশের ঘটনায়

আন্তর্জাতিক যোগ দেখছে বিজেপি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১ জুন বসিরহাটে ভোট ।আর লোকসভা ভোটের আগে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে সন্দেশখালি ইস্যু । মূলত সন্দেশখালিতে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশের পর উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। গেরুয়াশিবিরের আক্রমণের মুখে তৃণমূলের সরকার ।যদিও তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'এত অস্ত্র ঢুকলো সন্দেশখালিতে। যদি সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে তো পুলিশের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। পুলিশের ইন্টেলিজেন্স তাহলে কি করছিল? কেউ অস্ত্র রেখে বদনাম করার চেষ্টা করছে কিনা বা সন্দেশখালি ইস্যু জিইয়ে রাখার চেষ্টা করছে কিনা, তা পুলিশের নজরদারি রাখা উচিত ছিল। যদি অস্ত্র পাওয়া যায় তাহলে পুলিশের ভূমিকা তো অবশ্যই প্রশ্নের মুখে পড়বেই।'সন্দেশখালিতে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশের ঘটনায় আন্তর্জাতিক যোগ দেখছে বিজেপি। আর এবার বিস্ফোরক অভিযোগ বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের । তিনি বললেন,শেখ শাহজাহান রোহিঙ্গাদের নিয়ে এসে ক্যাম্প তৈরি করেছিল। সেই ক্যাম্পের খরচ দিত জেলা পরিষদ।'

এদিন দিলীপ বলেন, 'সীমান্তবর্তী এলাকা যদি অস্ত্রের আড়তে পরিণত হয় তবে দেশের সুরক্ষা কোথায়?

এরপর ৩ পাতায়

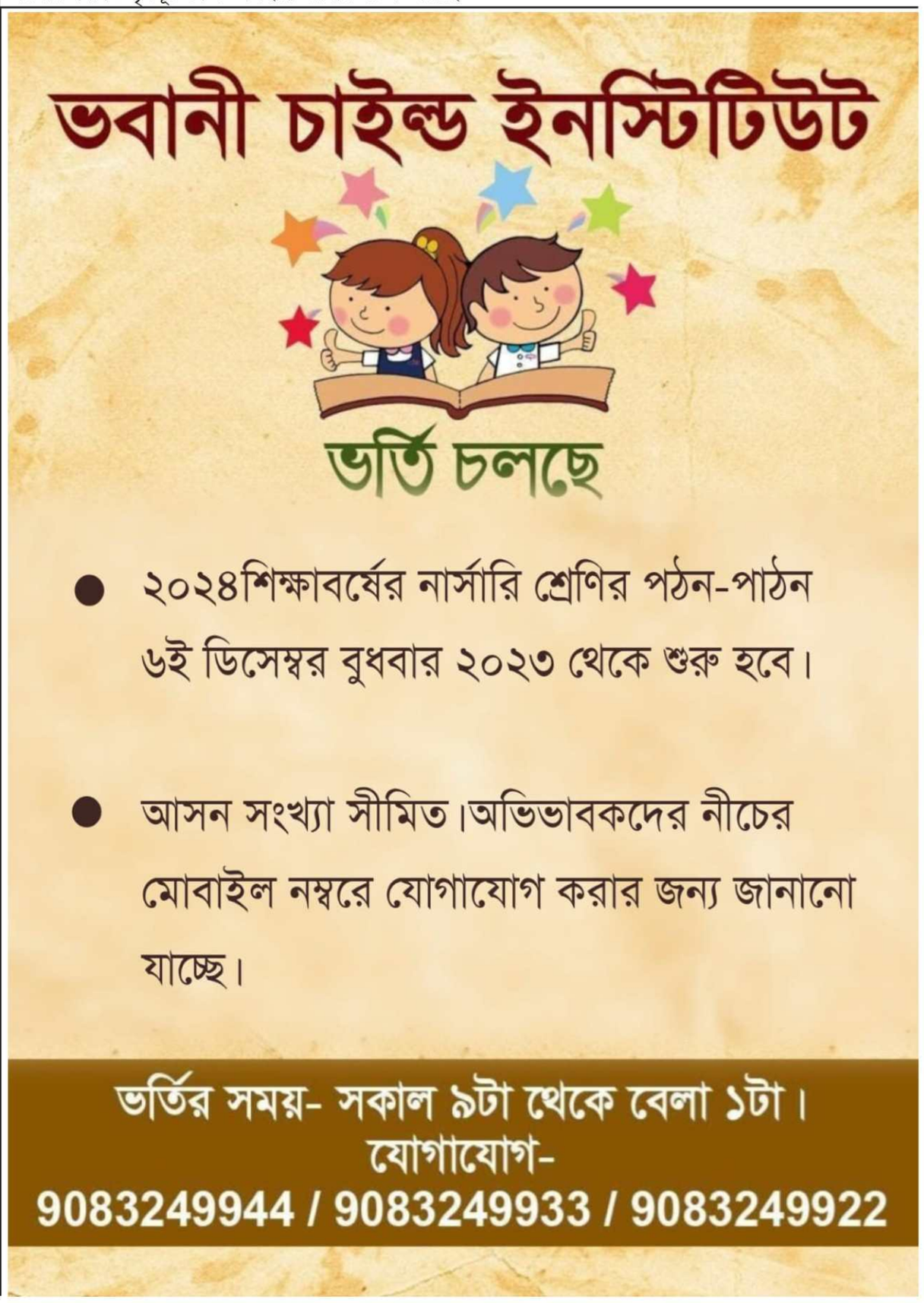

বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে

উত্তপ্ত হয়ে উঠল হাসনাবাদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা: নিউজ সারাদিন : বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হাসনাবাদ।শিমুলিয়া কালীবাড়ি এলাকায় বিজেপি কর্মী নিমাই দাসের ভাইয়ের বাড়িতে শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ একটি বোমা ফাটে।এদিন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "ওই বিজেপি নেতার ভাইয়ের বাড়িতে বোমা মজুত করা হয়েছিল। প্রচণ্ড গরমে তা ফেটে গেছে। সন্দেশখালিতে বোমা মেলায় এনএসজি পর্যন্ত চলে এসেছে, হাসনাবাদেও তাহলে এনএসজিকে আনা হোক। কিন্তু এখানে বিজেপি নেতার বাড়িতেই বোমা মজুত করা হয়েছিল। তাই তদন্ত হবে না।" বিজেপি নেতাদের পাল্টা দাবি, গোটা ঘটনাটাই ষড়যন্ত্র। বিজেপির রাজ্য নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "ওরা বৈষ্ণব পরিবার। নাম সংকীর্তন করেন। তাঁদের বাড়িতে বোমা রেখে আসা হয়েছে। তৃণমূল পরিকল্পনা করে আমাদের নেতার বাড়িতে বোমা রেখে এসেছে। এখন দায় চাপাচ্ছে বিজেপির উপর।"

এদিন পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় মানুষ পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। এলাকায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। পরে অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।বাড়ির এক মহিলা জখম হন। রান্নাঘরের একধারে বোমাটি ফাটে। কে বা কারা বোমা রেখে গেল তা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানা পুলিশ।

এই বিজেপি কর্মীর বাড়িতে কোথা থেকে বোমা এল, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা বোমা রেখে গেছে। বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতারের পাল্টা দাবি জানাচ্ছে তৃণমূল। সব মিলিয়ে ভোটের আগে তেতে উঠল হাসনাবাদ।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির তলবে সাড়া দিয়ে ইডির কলকাতার দফতর

সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেছেন হাজি সিদ্দিক মোল্লা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মাঝে সন্দেশখালি নিয়ে শোরগোল রাজ্যে। গত জানুয়ারি মাসে ইডি পেটানোর ঘটনায় বিতাড়িত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বর্তমানে ইডি হেফাজতে রয়েছে শাহজাহান। আর এরই মধ্যে এবার সন্দেশখালির আরও এক তৃণমূল নেতাকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার সন্দেশখালি থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল অস্ত্রভান্ডার বন্দুক, গুলি, বোমা, বিস্ফোরক! বোমা সরাতে অভিযানে নামে এনএসজি। রোবট নামিয়ে নিষ্ক্রিয় করা হয় বিস্ফোরক বোঝাই ব্যাগ। যেই থমথমে দৃশ্য দেখে রীতিমতো শিউরে ওঠে রাজ্যবাসী। সিবিআই - এন এস জি -র যৌথ অভিযানে সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠের এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই বিপুল অস্ত্রভান্ডার।সূত্রের খবর সন্দেশখালি সংক্রান্ত কোনও ইস্যুতেই স্থানীয় নেতা হাজি সিদ্দিক মোল্লা নামের ওই নেতাকে তলব করেছে ইডি।

শনিবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির তলবে সাড়া দিয়ে ইডির কলকাতার দফতর সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছেছেন হাজি সিদ্দিক মোল্লা। ইডির একটি সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, শিবু হাজরার মতো হাজি সিদ্দিক মোল্লাও ধৃত শেখ শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিবু হাজরার মতো তার নাম কাজে লাগিয়েও নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন শাহজাহান। এই বিষয়ে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ এই নেতাকে তলব করা হয়েছে বলে জানাচ্ছে ইডি। উল্লেখ্য, শাহজাহান গ্রেফতারির আগেই শিবু হাজরাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সিবিআই এর সূত্র জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রের মধ্যে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র থেকে শুরু করে পুলিশের ব্যবহারের রিভলভারও পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হয়েছে কার্তুজ, দেশি বোমা। সিবিআইয়ের জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ছবি দিয়ে দাবি করা হয়েছে, অস্ত্রের পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে শেখ শাহজাহানের একাধিক নথি, পরিচয়পত্রও। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর এই ঘটনা ঘিরেই এখন উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি।

পুরুষদের তুলনায় ৩.৭৬ শতাংশ বেশি

ভোটদানে বালুরঘাটে এগিয়ে মহিলা ভোটাররা

সুশোভন সিংহ; বালুরঘাট : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে হয়েছে নির্বাচন। দুই একটা ছোট ঘটনা বাদ দিয়ে সার্বিকভাবে নির্বিঘ্নে ভোট মিটেছে বালুরঘাটে। শনিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই লোকসভা কেন্দ্রের বিধানসভা ভিত্তিক ভোট দানের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করা হয়। সেই তালিকা অনুযায়ী বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৭৯.০৯ শতাংশ। তবে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো পুরুষ ভোটারদের তুলনায় মহিলা ভোটাররা ভোট দানের বিষয়ে অনেকটাই এগিয়ে। জেলায় মোট ভোটার সংখ্যা ১৫ লাখ ৬১ হাজার ৯৬৬ জন, যার মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭ লাখ ৯৮ হাজার ২১৭ এবং মহিলা ভোটার ৭ লাখ ৬৩ হাজার ৬৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৮১। নির্বাচন কমিশন যে তালিকা প্রকাশ করেছে তা থেকে জানা যায় এই লোকসভা কেন্দ্রে পুরুষ ভোটাররা ভোট দিয়েছে ৬ লাখ ১৬ হাজার ৬৬৭ জন ও মহিলা ভোটাররা ভোট দিয়েছেন ৬ লাখ ১৮ হাজার ৬৪৯ জন। অর্থাৎ এই লোকসভা কেন্দ্রে পুরুষ ভোটাদের তুলনায় শতাংশের বিচারে মহিলা ভোটাররা ৩.৭৬ শতাংশ বেশি ভোট দিয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ২.৮ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপির প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তবে এবার এই লোকসভা কেন্দ্রে জয় পরাজয় নির্ধারণ মহিলা ভোটাররাই করবেন তা বলার অবকাশ রাখেনা। এই বিষয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান," বালুরঘাট লোকসভা প্রান্তিক মানুষদের বসবাস বেশি,এখানকার বেশিরভাগ পুরুষ মানুষ রুজি রোজগারের জন্যে অন্য রাজ্য কিংবা বিদেশে কাজ করতে যেতে বাধ্য হন। এর জন্যেই মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের ভোট দানের শতাংশ কম। যদিও এ বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেননি জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল। সুভাষ ভাওয়াল জানান," অনেক পুরুষ মানুষ কাজের জন্য বাইরে থাকেন।" দীর্ঘ এক মাসের ভোট প্রচারে সব রাজনৈতিক দল তাদের নির্ধারিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং ভোটকেন্দ্রিক প্রতিশ্রুতির ঝুলি দিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করেছিলেন। যদিও খোলা চোখে বিচার করলে দেখা যাবে মহিলাদের নিয়ে কেন্দ্রের প্রকল্পের তুলনায় রাজ্যের প্রকল্পের সংখ্যা অনেকটাই বেশি, আর এইজন্যে মহিলাদের বেশি ভোট দানের বিষয়টি ভাবাচ্ছে বিজেপি জেলা নেতৃত্ব কে। এই লোকসভা কেন্দ্রে মহিলাদের ভোট কাদের দিকে গেছে সেই বিষয়ে বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান, " বাংলার মা বোনেরা সন্দেশখালি দেখেছে এর পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় নারীদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার প্রতিবাদে শাসক দলের বিরুদ্ধে মহিলারা তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন, আমরা আশা রাখছি মহিলাদের ভোট আমরাই পেয়েছি।" তবে এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তৃণমূল জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল জানান, " দীর্ঘ ১০ বছর কেন্দ্রের মোদি সরকার মা বোনদের জন্য কোন কাজ করেননি,আমাদের রাজ্য সরকার মা বোনদের জন্য যে প্রকল্প গুলো করেছে তা দেশের মধ্যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, লক্ষীর ভান্ডার, কন্যাশ্রী, রুপশ্রী গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আমাদের জেলার মা বোনরাও পেয়েছেন। আমরা আশা রাখছি এই ভোট গুলো আমাদের ঝুলিতেই গেছে।"

বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রর সাতটি বিধানসভায় ভোটদানের ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে ৪০- তপন, এই বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৮০.৮২ শতাংশ এবং সব থেকে কম ভোট পড়েছে ৩৬-ইটাহার, এই বিধানসভায় ভোট পড়েছে ৭৫.২৭ শতাংশ। তবে লোকসভার ক্ষেত্রে বিধানসভা ভিত্তিক ভোট দানের বিচারে ৩৬-ইটাহারে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভোটদানে শতাংশ অন্যান্য বিধানসভা তুলনায় বেশি। এই বিধানসভা কেন্দ্রে মহিলা ভোটাররা পুরুষদের থেকে ৬.৪৩ শতাংশ বেশি ভোট দিয়েছেন। জেলার রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এই লোকসভা কেন্দ্রের জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে এবার মহিলারা বড় ভূমিকা রাখতে চলেছে এর পাশাপাশি একাংশের মত গত বিধানসভা ভোটের মতো এবারও বেশিরভাগ মহিলাদের ভোট শাসক দলে ঝুলিতে যেতে পারে।

সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তে বর্তমানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী

সংস্থার মূল ভরসা শেখ শাহজাহানের ভাই আলমগির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের দিন সন্দেশখালি থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। গতকাল সকালে 'শাহজাহান গড়ে' হানা দেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকরা। এরপর বিকেলের দিক করে সেখানে পৌঁছয় এনএসজি। টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে তল্লাশি চালানোর পর উদ্ধার হয় প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র।এদিকে গতকাল সন্দেশখালিতে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁয়ের ভগ্নিপতি আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে হানা দেয় সিবিআই। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল অস্ত্রভাণ্ডার। এরপর রোবট নামিয়ে তল্লাশি চালায় এনএসজি। প্রায় ঘণ্টা খানেকের বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ি থেকে একটি রহস্যময় ব্যাগ বের করে নিয়ে আসে সেই রোবটটি।এবার জানা গেল, কীভাবে এই অস্ত্রভাণ্ডারের খোঁজ পেয়েছিল সিবিআই।

সূত্রের খবর, সন্দেশখালি কাণ্ডের তদন্তে বর্তমানে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার মূল ভরসা শেখ শাহজাহানের ভাই আলমগির । সন্দেশখালি মামলায় তিনি রাজসাক্ষী হতে চান বলে খবর। আর সেই জন্যই গোয়েন্দাদের একের পর এক তথ্য দিচ্ছেন তিনি। আলমগিরের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ীই সিবিআই আধিকারিকরা সন্দেশখালির আগারহাটির মল্লিকপাড়ায় হানা দেয় বলে খবর।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বহুমূল্য ৩টি বিদেশি বন্দুক, ১টি দেশি বন্দুক, ১টি কোল্ট অফিশিয়াল পুলিশ রিভলভার এবং ১টি করে দেশি এবং বিদেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। সেই সঙ্গেই বুলেট এবং কার্তুজও বাজেয়াপ্ত করেছেন গোয়েন্দারা। এই অস্ত্র কীভাবে এল? কোথা থেকে এল? এখন এই প্রশ্ন ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের। বিপাকে ফেলার জন্য শাহজাহান ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়িতে এই অস্ত্র আলমগিরই রেখেছিলেন কিনা সেই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। সব দিকই তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন বলে খবর।এদিকে স্থানীয়দের কথায়, সন্দেশখালি এলাকার 'মুকুটহীন সম্রাট' ছিলেন শাহজাহান। তাঁর অঙ্গুলিহেলনে চলত গোটা এলাকা। গায়ের জোরে জমি দখল, ভেড়ি দখল করতেন বলে অভিযোগ, বহিষ্কৃত এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতনের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। অন্যদিকে শাহজাহান-সহোদর আলমগিরও কম যান না। সূত্রের খবর, দাদার সঙ্গে তাঁর ক্ষমতা দখলের লড়াই চলতো।

বর্তমানে শাহজাহান এবং আলমগির দু'জনেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জালে ফেঁসেছে। এই সুযোগটাকেই আলমগির কাজে লাগাতে চাইছেন বলে জানা যাচ্ছে। দাদার অনুপস্থিতিতে ফাঁকা 'সাম্রাজ্য' দখল করাই আলমগিরের উদ্দেশ্য বলে খবর। সেই জন্য সন্দেশখালি রাজসাক্ষী হতে চান তিনি। সিবিআইকে একের পর এক তথ্যের জোগানও দিচ্ছেন আলমগির।

আদালতে রাজ্যে অবৈধ

নিয়োগের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে

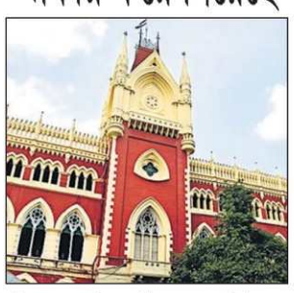

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগের মামলায় ইতিমধ্যেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার নিয়োগ মামলায় এবার আরও বিপাকে রাজ্য সরকার। রাজ্য ও জিটিএ ওই নিয়োগ প্রসঙ্গে যা বলছে তা পরস্পর বিরোধী। আদালতে রাজ্যে অবৈধ নিয়োগের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছে। ফলে, এই নিয়োগ নিয়েও আরও বিপাকে পড়তে পারে রাজ্য।রাজ্য দাবি করেছে, মন্ত্রিসভার অনুমোদন ছাড়াই হয়েছে ওই নিয়োগ। অন্যদিকে, জিটিএ-র দাবি, মন্ত্রিসভা সবটাই জানত। ফলে দু'দিকের কথা পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে। এই মামলায় নাম জড়িয়েছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এছাড়াও রয়েছে তৃণমূল নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের নাম।

হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দেওয়ার পরই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। তবে ডিভিশন বেঞ্চেও বড়সড় ধাক্কা খেতে হয়েছে রাজ্যকে। সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশই বহাল রেখেছে ডিভিশন বেঞ্চ।আগেই এই মামলায় শাসক দলের নেতাদের নাম জড়িয়েছে।

অন্য একটি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন একটি চিঠি আসে, যা থেকে জিটিএ-র শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ ওঠে। চিঠিতে শাসক দলের একাধির নেতার নাম ছিল। হাইকোর্ট শুনানির পর সেই নিয়োগ নিয়ে সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে। সেই মামলায় ৩১৩ জনের অবৈধ নিয়োগের কথা স্বীকার করে নিয়েছে রাজ্য সরকার।

গুজরাটের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ছাত্ররা

তৈরি করেছেন এসি হেলমেট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রতিদিন স্কুলে, অফিসে বা বাজারে যেতেই গলদঘর্ম অবস্থা হচ্ছে সবার। ৪১-৪২ ডিগ্রি তাপমাত্রা নিয়ে এসি ঘরে বলে আলোচনা করছেন অনেকেই। কিন্তু যাঁদের পেশার খাতিরে এই গরমেও সারা দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তাঁদের কথা ভাবে ক'জন? ঠিক যেমন ট্রাফিক পুলিশ। রোদে পুড়ে গেলেও দিনভর ইউনিফর্ম পরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় রাস্তায়।মনে করা হচ্ছে, এই হেলমেট শুধুমাত্র পুলিশ নয়, সাধারণ মানুষও ব্যবহার করতে পারবে ভবিষ্যতে। তবে কতটা পাওয়া যাবে বাজারে, তার ওপরেই নির্ভর করবে সবটা।

বর্তমানে তাপমাত্রা এতটাই বেড়েছে যে গরমের কারণে অসুস্থতাও বাড়ছে। হিট স্ট্রোকের প্রবণতা বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করতে পারে এই এসি হেলমেট। একইসঙ্গে বাইক আরোহীদের সুরক্ষাও দেবে এটি।তাঁদের কথা ভেবেই এবার বিশেষ ধরনের হেলমেট তৈরি করলেন আইআইএম-এর ছাত্ররা।

শুধুমাত্র বাংলা নয়, দেশের একাধিক রাজ্যে প্রবল তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে গুজরাটের ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের ছাত্ররা তৈরি করেছেন এসি হেলমেট। ব্যাটারি চালিত সেই হেলমেট পরলে কষ্ট হবে না প্রবল গরমেও।

বিশেষত সূর্যের প্রখর তাপ মাথায় নিয়ে যাঁদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় দীর্ঘক্ষণ, তাঁদের অস্বস্তি কাটাবে এই হেলমেট। গুজরাটের ভদোদরার পুলিশ ইতিমধ্যেই কর্মীদের সেই হেলমেট দিতে শুরু করেছে। কর্তব্যরত ৪৫০ পুলিশকর্মীকে এই হেলমেট দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

সন্দেশখালিতে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশের ঘটনায় আন্তর্জাতিক যোগ দেখছে বিজেপি

যারা ইডির উপর হামলা চালিয়েছিল, প্রত্যেকে সন্ত্রাসবাদী। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, তল্লাশি চালিয়ে প্রত্যেককে জেলে ভরা। শেখ শাহজাহান রোহিঙ্গাদের নিয়ে এসে ক্যাম্প তৈরি করেছিল। সেই ক্যাম্পের খরচ দিত জেলা পরিষদ। তারপর সেখান থেকে সারা দেশে রোহিঙ্গাদের পাঠানো হত', বিস্ফোরক অভিযোগ দিলীপ ঘোষের।সন্দেশখালিতে প্রথমে হামলা হয়েছিল ইডির ওপর। তারপর সন্দেশখালিকাণ্ডের তদন্তে গিয়ে সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরকের হদিশ পেল সিবিআই. এখানেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছে, যার হদিশ পেল সিবিআই ,তার হদিশ কেন আগে পেল না পুলিশ? বারবার উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে উঠেছে উদাসীনতার অভিযোগ! সেই অভিযোগে নতুন অনুচ্ছেদ জুড়ল শুক্রবার দুপুরে সন্দেশখালিতে বিপুল অস্ত্র উদ্ধার। শেখ শাহজাহানের শাগরেদের ডেরায় কার্তুজ, আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াও উদ্ধার হয়েছে বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতার আধার কার্ড, প্যান কার্ড, আর্মস লাইসেন্স, কার্তুজ কেনার বিল-সহ আরও কিছু নথি।

১-ম পাতার পর

পুলিশের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের নজরে থাকা উচিত ছিল: সৌগত

একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকছে বাংলায়।

তবে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের দাবি, তৃণমূল বাংলার যা অবস্থা করে রেখেছে, তাতে এমন আরও অনেক কিছু দেখতে হবে। তিনি বলেন, "এরা তো শেখ শাহজাহানদের শাসক দল। যা হওয়ার তাই হয়েছে। লোক তো শুনেছি শেখ শাহজাহানকে স্যালুট করত, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে কী করে।"প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের পুলিশের ওপর দায় চাপালে কি শাসক দলের দিকে আঙুল উঠবে না?

শুক্রবারই ঘটনার পর কুণাল ঘোষ পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি বলেন, "অস্ত্র কারা রেখে গেল, সেটা দেখতে হবে। নাটকীয়তা কারা করতে চায় সেদিকেও নজর দিতে হবে। পুলিশের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের নজরে থাকা উচিত ছিল। যারাই ঢুকিয়ে থাকুক, পুলিশের তো আগেই বের করা উচিত ছিল।"

টোটো চালকের ডেরাই বিদেশি অস্তভাণ্ডার

সন্দেশখালির আগারহাটিতে আবু তালেবের বাড়ির মেঝে খুঁড়ে এন এসজি-র রোবট উদ্ধার করল বিদেশি অস্ত্র। নিজস্ব ছবি।

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি নিয়ে সন্দেহ যেন আর কাটছেই না। এবার সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিদেশি অস্ত্রভাণ্ডার! শতাধিক কার্তুজ, কোল্ট রিভলবার, বন্দুক-সহ নানা অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এনএসজি-র রোবট বাড়ির মেঝে খুঁড়ে যা পেয়েছে, তাতে চক্ষুচড়কগাছ তদন্তকারীদের। আরও চমকপ্রদ বিষয়, যার বাড়ি থেকে এসব পাওয়া গিয়েছে, তিনি পেশায় টোটোচালক।তাঁদের সরিয়ে ঘরে ঢুকে মেঝে খুঁড়ে চক্ষুচড়ক তদন্তকারীদের। উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র। এর পরই দ্রুত এনএসজি- কে খবর দেওয়া হয়। তার পর অত্যাধুনিক রোবটকে কাজে লাগিয়ে মজুত করা বোমা-বিস্ফোরকের খোঁজ চালানো হয়। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা পর সেই বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয়। ইতিমধ্যে আবু তালেবের স্ত্রী তসলিমা বিবিকে আটক করেছে সিবিআই-এর আধিকারিকরা। শনিবার সকাল থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একজন সাধারণ টোটোচালকের কাছে বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র কেনার টাকা কোথা থেকে এল? ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া সন্দেশখালির বিভিন্ন জায়গা তাহলে কি আন্তর্জাতিক অস্ত্র পাচারের সঙ্গে যোগসূত্র রয়েছে?

প্রতিবেশীরা বলছেন, তালেব ভালো ছেলে। তাঁকে চক্রান্ত করে ফাঁসানো হলো। প্রতিবেশীদের দাবি, তালেবের বাড়িতে কখনও কোনও নেতাকে আসতে দেখেননি তাঁরা। তবে শুক্রবার তাঁরই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশি অস্ত্র।আবু তালেব নামের ওই যুবকের হাতে এল বিদেশি অস্ত্র কেনার মতো টাকা? শাহজাহানের 'ডান হাত' বলে পরিচিত আবু তালেবের মাধ্যমেই কি তাহলে সীমান্ত এলাকা থেকে অস্ত্র পাচার হতো?

কে এই আবু তালেব? বছর তিরিশের যুবক ন্যাজাট থানার বাউনিয়া গ্রামের বাসিন্দা পেশায় টোটো চালক। সন্দেশখালির (Sandeshkhali) বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। শাহজাহানের সূত্রেই সন্দেশখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপাড়ার বাসিন্দা তাসমিনা বিবির সঙ্গে আবু তালেবের বিয়ে হয়। বিবাহ সূত্রে গত পাঁচ বছর ধরে মল্লিকপাড়াই তাঁর স্থায়ী ঠিকানা হয়ে উঠেছে। সন্দেশখালি রাজবাড়ি থেকে সরবেড়িয়া পর্যন্ত টোটো চালানোর পাশাপাশি তালেব শাহজাহানের মাছের ভেড়ি দেখাশোনার কাজ করত।

মার্চের গোড়ার দিকে রাজ্য পুলিশের হাতে শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে এলাকায় আবু তালেবকে আর দেখা যাচ্ছিল না। আবু তালেবের সঙ্গে শেখ শাহজাহানের কিছু কিছু ছবি প্রায় দেখা গিয়েছে। তাতেই তদন্তকারীদের স্ক্যানারে ছিল সে। শাহজাহানের একদা ডান হাত বলে পরিচিত এই আবু তালেব। শুক্রবার তদন্তকারীরা খবর পায়, সরবেড়িয়া আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিক পাড়ায় একদা শাহজাহান ঘনিষ্ঠ আবু তালেব মোল্লার ডেরায় অস্ত্র রয়েছে। সিবিআই সাতসকালে সিআরপিএফ জওয়ানদের নিয়ে তাঁর বাড়িতে ঢোকে। সেসময় বাড়িতে ছিলেন তালেবের স্ত্রী তাসমিনা ও আরেক সদস্য ছিল।

একাধিক ইস্যুতে বীরভূমের দুবরাজপুরের সভা থেকে

বিজেপিকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একশো দিনের টাকা বন্ধ থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার বন্ধের হুমকি, ২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরি চলে যাওয়া, একাধিক ইস্যুতে বীরভূমের দুবরাজপুরের সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুবারাজপুরে শতাব্দী রায়ের সমর্থনে আয়োজিত সভায় অভিষেক বলেন, ভোটের সময় তৃণমূল নেতাদের এরা অত্যাচার করছে।রাজ্যের ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষককে চাকরি বাতিল নিয়ে অভিষেক বলেন, যারা বসে চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছে তারা আজ বিজেপির প্রার্থী। মানুষ দেখে নিয়েছে।বিজেপির নেতা বলেছিল বোমা ফাটাব। কী বোমা ফাটল? ২৫ হাজার লোকের চাকরি বাতিল। তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম কিছু লোক দুর্নীতি করেছে। একশো দিনে ক্ষেত্রের ৫০০ লোক দুর্নীতি করলে ৫০ লাখ মানুষের টাকা আটকে দিয়েছে। একইসঙ্গে ২৫ হাজার লোকদের মধ্যে অধিকাংশই মেধাযুক্ত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি দিচ্ছে আর অন্যদিকে বিজেপি চাকরি খাচ্ছে। একদিকে আমরা টাকা দিচ্ছি আর অন্যদিকে মোদীজি টাকা নিয়ে চলে যাচ্ছে। আধার ও প্যান কার্ডের লিঙ্ক করার নাম

এরপর ৪ পাতায়

মমতার এই আক্রমণের

পাল্টা প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ২০২৬ সালের গোটা নিয়োগের প্যানেল বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। যার জেরে চাকরি গিয়েছে ২৫৭৫৩ জনের। ভোটের মাঝে শিক্ষা দুর্নীতিতে নজিরবিহীন এই রায় ঘিরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রথম দিন থেকেই সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।মমতার এই আক্রমণের পাল্টা প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ। ওনাকে আমি আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে স্বীকার করি না। প্রথমত আপনারা চাকরি বিক্রি করেছেন বহু মানুষের কাছে। তারপর কারা আসল ক্যান্ডিডেট ও কাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছেন সেই সংক্রান্ত উপযুক্ত তালিকা কোর্টের কাছে দেননি।প্রতিদিনই প্রচারে গিয়ে হাইকোর্ট বিজেপিকে এক সারিতে রেখে আক্রমণ শানাচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

গতকাল পিংলার জনসভা এসএসসির রায় নিয়ে বিরোধীদের তোপ দাগেন মমতা। ভরা সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গ্রামেগঞ্জে মানুষ খেকো বাঘের কথা শোনা যায়। কিন্তু চাকরিখেকো বিজেপিকে

এরপর ৪ পাতায়

কলকাতার বুকে নিউ ব্যারাকপুরে তৈরি হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের আশ্চর্য মন্দির

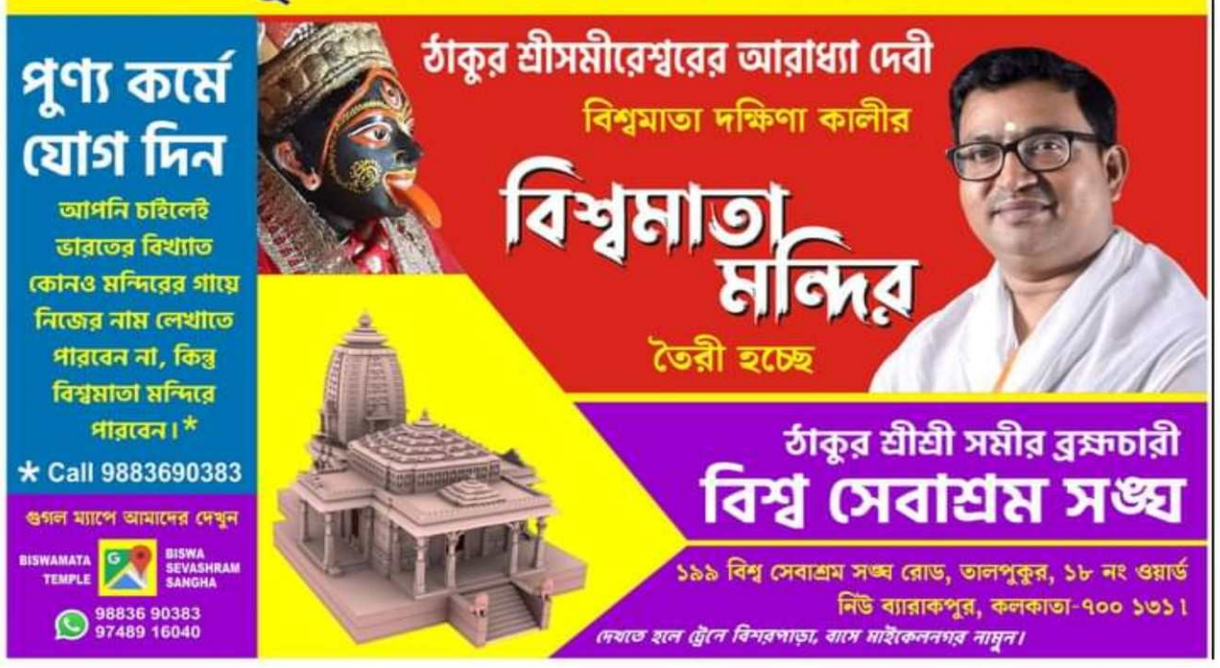

দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি পুলিশের উর্দি ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে

আসা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এভাবে যে তাঁকে পিছু হটতে হবে তা বোধহয় স্বপ্নে বা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি পুলিশের উর্দি ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে আসা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস তাঁদের তিনবারের তারকা সাংসদ শতাব্দী রায়কে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১১৫ সংখ্যা ২৮ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার ১৫ বৈশাখ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

মমতার এই আক্রমণের পাল্টা প্রতিক্রিয়াও দিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

দেখেছেন। একসঙ্গে এত হাজার হাজার চাকরি খেয়ে নিয়েছেন তারা। আবার চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ সুদ সমেত টাকা ফেরত দিতে হবে।'

এরপরই কারও নাম না নিয়ে বিচারপতির দিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'যিনি রায় দিয়েছেন তার যদি চাকরি চলে যায় আর সব টাকা ফেরত দিতে হয় তাহলে আপনি সেটা দিতে পারবেন তো! যখন ইচ্ছে হচ্ছে চাকরি খেয়ে নেবে। ' একই সঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে তোপ দেগে মমতা বলেন, 'চাকরি খাওয়ার প্রথম সই করার লোক তমলুকের প্রার্থী হয়েছেন।' যদিও মুখ্যমন্ত্রী কারও নাম মুখে নেননি।

প্রাক্তন বিচারপতি আরও বলেন, 'তদন্তটা যদিও আমার হাতে শুরু হয়েছিল। এরপর সুপ্রিম কোর্ট অবধি যায়। এরপর হাইকোর্টে ফিরে এলে ডিভিশন বেঞ্চ সব জেনে বুঝে ১৭টি কারণ দেখিয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় আপনি এই ১৭টি পয়েন্টের একটিরও উত্তর দিতে পারবেন? দিন আমরা শুনতে চাই। তিনি যদি না পারেন তবে তার বিদ্যেবুদ্ধির অভাব আছে বলেই আমি মনে করি। প্রথম চাকরি খাওয়া লোক এসব বলে আর কী হবে। আপনি ও আপনার দল তো প্রথম চাকরি চুরি করার লোক।' প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয় বিচারপতি থাকাকালীনও মমতা ও তৃণমূলের আক্রমণের মুখে পড়েন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আর বিচারপতির আসন ছেড়ে ভোটে দাঁড়ানোর পর তা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্পাদকীয়

বিপুল পরিমান এই টাকা কোথায় গেল সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতেই সুজয়কৃষ্ণকে জেরা করছে সিবিআই

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জোর অ্যাকশনে সিবিআই । নিয়োগ দুর্নীতির টাকা কোথায় গিয়েছে? হদিশ পেতে এদিন প্রেসিডেন্সি জেলে হাজির হানা দিল তদন্তকারী টিম। সেখানেই জেলবন্দি সুজয়কৃষ্ণকে জেরা করা হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। কেবল সুজয়ই নয়, পাশাপাশি ধৃত প্রোমোটার অয়ন শীল এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কেন্দ্রীয় এজেন্সি জেরা করবে বলে সূত্রের খবর।এরপর বাজেয়াপ্ত হওয়া সেই ফোনের একটি কল রেকর্ডিং ইডির হাতে আসে বহুদিন আগে। ওই মোবাইলের কল রেকর্ডিংয়ে কাকুর কণ্ঠস্বর পাওয়া গিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করেছিল ইডি। সিভিক ভলান্টিয়ার রাহুল বেরার ফোনে নিয়োগ সংক্রান্ত বেশ কিছু নথি মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন সুজয়। সেই সিভক ভলান্টিয়ারকেও নিজামে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।টালবাহানার পর ইডির হাতে এসেছে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনার রিপোর্ট। গত বুধবার সেই রিপোর্ট কলকাতা হাইকোর্টে জমাও দিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ওরফে ইডি । আদালতে ইডি জানিয়েছে উদ্ধার হওয়া কল রেকর্ডিং এর সাথে কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা মিলে গিয়েছে।নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আগেই কালীঘাটের কাকুকে জেরা করতে চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, জেলবন্দি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই সুজয়কৃষ্ণ, অয়ন শীল ও শান্তনুকে জেরা করতে পৌঁছেছে সিবিআই।

সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই জেরায় অয়ন শীল জানিয়েছিলেন, কুন্তল ঘোষের নির্দেশেই পার্থ ঘনিষ্ঠ সন্তু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৬ কোটি টাকা দিয়েছিলেন তিনি। বিপুল পরিমান এই টাকা কোথায় গেল সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতেই সুজয়কৃষ্ণকে জেরা করছে সিবিআই। অয়ন শীলের কাছ থেকে পাওয়া টাকা কী ভাবে সন্তুর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল সেই বিষয়ে শান্তনু ও অয়নকে।

এদিন বেলা ১১টা নাগাদ প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে জ্যাম সিবিআইয়ের ৫ আধিকারিক। সেখানেই তিন অভিযুক্তকে জেরা করা হচ্ছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৩০ মে ১১ ঘণ্টা জেরার পর প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুজয়কৃষ্ণকে গ্রেফতার করে ইডি। কাকুকে গ্রেফতার করার পর পরই তদন্তকারীরা দাবি করেন, বিষ্ণুপুর থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ার রাহুল বেরাকে দিয়ে যাবতীয় দুর্নীতি চালাতেন সুজয়কৃষ্ণ। সূত্র ধরে রাহুল বেরার বাড়িতেও পৌঁছে যায় তদন্তকারী সংস্থা। তল্লাশি চালিয়ে রাহুলের ফোন বাজেয়াপ্ত করে ইডি।

কল রেকর্ডিং এর বিষয়ে প্রমাণ পেতে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে সিবিআই। দীর্ঘ টালবাহানার পর কাকুর কণ্ঠ হাতে পায় ইডি। বুধবার সেই কণ্ঠ সংক্রান্ত রিপোর্টই আদালতে জমা দেয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। কলকাতা হাই কোর্টে ফরেন্সিক রিপোর্ট জমা দেয় ইডি। এবার সেই সূত্র ধরে কোন তথ্য সামনে উঠে আসে সেটাই দেখার।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মনসা দেবী বা সর্প দেবী হিসাবে পুজা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এসেছে বৌদ্ধ গ্রন্থেই সর্প দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় । 'বিনয়বস্তু' ও 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা' গ্রন্থে সর্প দেবীকে 'জাঙ্গুলি' বা 'জাঙ্গুলিতারা' বলে উল্লেখ করা আছে। প্রাচীন যুগে সাপের ওঝাকে বলা হতো জাঙ্গুলিক (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --- ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

অংশ নিতে। সেই বিশ্বাসকে গুরুত্ব দিয়ে আজও ওই অঞ্চলে রাত নামার আগে বন্ধ করে দেওয়া হয় রঙমহলের মূল মন্দিরের দরজা। আর মন্দির বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা নিধিবন অঞ্চল ফাঁকা করে দেওয়া হয় আর ভালো ভাবে তল্লাশি নেওয়া হয় গোটা এলাকার, যাতে নিধিবন সংলগ্ন মন্দিরের আসেপাশে একজনও মানুষ না থাকে। স্থানীয় লোক কথা অনুসারে, রাতের অন্ধকার নামতেই নিধিবন সংলগ্ন চারপাশের অঞ্চল শুধু যে জনমানব শূণ্য হয়ে যায় তা নয় গোটা এলাকায় থাকেনা কেন পশু পক্ষীও। এমনকি নিধিবন সংলগ্ন অঞ্চলে যে বাঁদরগুলি ঘুরে বেড়ায় তারাও রাতের অন্ধকার নামতেই প্রস্থান করে এলাকা ছেড়ে, থাকেনা একটা পাখিও। এমন কি চারপাশের বাড়িতে নিধিবনের দিক করে জানালা পর্যন্ত তৈরী করা হয় না। কি এই নিধিবন রহস্য? কেন রাতের পর কোন মানুষ এই অঞ্চলের দিকে তাকিয়েও দেখেনা? স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এই স্থানে রাতে যে থাকে তার দৃষ্টি শক্তি ও বাক শক্তি হারিয়ে যায় এবং দু দিন এর মধ্যে তার মৃত্যু হয় আনন্দ উল্লাস করে। বেশ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা দাবি, লোক কথার সত্যতা খোঁজ করতে গিয়ে গোপনে এই স্থানে রাত কাটাতে গেছিল এক ব্যক্তি।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি পুলিশের উর্দি ছেড়ে রাজনীতির ময়দানে আসা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর

চতুর্থবারের জন্য প্রার্থী করার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছিল, এই কেন্দ্রে বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে।রাজনৈতিক এই পরিস্থিতির মধ্যেই ২২ এপ্রিল সিউড়িতে জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে চতুর্থবারের জন্য বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রাথী হিসেবে শতাব্দী রায় তাঁর মনোনয়নপত্র পেশ করেন। পরদিন ২৩ এপ্রিল দেবাশিস ধর বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেন। আর ওইদিনই জেলার রামপুরহাটের হাঁসনে নির্বাচনী জনসভায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাশিস ধরের ভোটে প্রার্থী হওয়া নিয়ে স্পষ্টতই বলেন, ওনাকে, 'নো ডিউ সার্টিফিকেট' দেওয়া হয়নি। তাই উনি প্রার্থী হতে পারেন না। অপরদিকে দেবাশিস ধর বলেন, তিনি রাষ্ট্রপপতির কাছ থেকে ছাড়পত্র নিয়ে প্রার্থী হয়েছেন। তাঁর কোনও সমস্যা নেই। আর এরই মধ্যে ২৫ এপ্রিল দেবাশিস ধর যখন সাঁইথিয়ার পুনুর গ্রামে ভোট প্রচারে ব্যস্ত তখন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় রাজ্য বিজেপি নেতা তথা দলের রাঢ়বঙ্গের সহ-আহ্বায়ক দেবতনু ভট্টাচার্যকে নিয়ে সিউড়ি জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে দেবতনু ভট্টাচার্যকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে জানান, তাঁরা বিকল্প একজন প্রার্থী রাখলেন এবং ২৬ এপ্রিল মনোনশনপত্র পরীক্ষার দিনে দেখা গেল যে, নির্বাচন দফতর দেবাশিস ধরের মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে বলে জানিয়ে দেন। তারপরই দেবাশিস ধর জানান, তিনি এ ব্যাপারে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন। আর এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শতাব্দী রায় বলেন, উনি যে দলেরই হোন না কেন, এটা খারাপ লাগছে। এতদিন ধরে উনি প্রচার করলেন। একটা মানসিক প্রস্তুতি তো থাকে সবার। সেই জায়গা থেকে মনোবল ভেঙে যায়। যদিও উনি প্রার্থী থাকলেও আমিই জিততাম। এখনও আমিই জিতব। বিজেপির যিনি প্রার্থী হলেন, সেই দেবতনু ভট্টাচার্য এর আগে একবার হাওড়ার আমতা বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, দল তাঁকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বলেছে, তাই তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। দু'আঙুলে জয়সূচক চিহ্ন দেখিয়ে তিনি বলেন, কে প্রার্থী হলেন সেটা বড় কথা নয়। সকলেই নরেন্দ্র মোদীর প্রার্থী। তাঁকে সামনে রেখে যিনি প্রার্থী হবেন, তিনিই জিতবেন।এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় আইপিএস অফিসার দেবাশিস ধর পুলিশের উর্দি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই বিজেপি বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের জন্য দেবাশিস ধরের নাম দলীয় প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পরই। দেবাশিস ধর এক সময় এই জেলায় পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ কাজে থেকে কাজ করে গিয়েছেন। তিনি বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকও ছিলেন। ২০২১ সালে তিনি যখন কোচবিহার জেলা পুলিশ আধিকারিক ছিলেন, সেই সময় রাজ্য বিধানসভা ভোটে গণ্ডগোলের জেরে শীতলকুচিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গুলিতে চারজন সংখ্যালঘু এবং একজন রাজবংশি মারা যান। এই ঘটনায় তৎকালীন জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে দেবাশিস ধর যে রিপোর্ট দেন, তা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য দেখা দিলে তাঁকে কম্পালসারি ওয়েটিংয়ে পাঠিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকার ঘটনার সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয়। ২০২২ সালে সিআইডি দেবাশিস ধরের কলকাতার বাড়িতে আয়বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগে তদন্ত চালায়। সেই তদন্ত এখনও চলছে। এই পরিস্থিতিতে দেবাশিস ধর চাকরি ছেড়ে লোকসভা ভোটে প্রার্থী হতে পারেন কী না, সে প্রশ্নও ওঠে। এ ব্যাপারে দেবাশিস ধর জানিয়েছিলেন, একজন আইপিএস অফিসারকে ছাড়পত্র দেওয়া, না দেওয়ার এক্তিয়ার রাজ্য সরকারের হাতে নেই। তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে ছাড়পত্র নিয়েই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে ভোটে প্রার্থী হয়েছেন এবং তিনি জোর কদমে ভোট প্রচারও চালিয়ে যেতে থাকেন।

৩ পাতার পর

একাধিক ইস্যুতে বীরভূমের দুবরাজপুরের সভা থেকে বিজেপিকে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

করে মোদীজি টাকা নেয়নি? বিজেপির নেতা বলেছে তারা যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ করে দেবে। যারা একশো দিনের টাকা আটেক দিয়েছে তারা এবার লক্ষীর ভান্ডার বন্ধ করে দিতে চাইছে। এর জবাব আপনারা দেবেন না? বাংলার মানুষের টাকা বন্ধ, আর ৮ হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিমান কেনা হয়েছে। মানুষকে বলুন। যারা আপনাদের বঞ্চিত করে রেখেছে তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান এরা জানে না, এরা বলছে স্বামী বিবেবকানন্দ নাকি অজ্ঞ বামপন্থী প্রোডাক্ট, বিদ্যাসাগরের মূর্তি এরা ভেঙে ছিল। সেইজন্য এদের আমরা বাংলা বিরোধী বলছি। বাংলা বিরোধীদের বিসর্জনের সুযোগ ১৩ তারিখ আপনারা পাচ্ছেন। বিজেপির সংকল্পপত্রে লেখা রয়েছে, ক্ষমতায় এলে একটাই ভোট হবে। হতে পারে এই ভোটই আপনার শেষ ভোট। এমন ভাবে বোতাম চিপুন যেন পদ্মফুল চোখে সর্ষে ফুলে দেখে। ১৩ মে আপনার দিন। এই ভোট প্রতিবাদের ভোট। বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার ভোট।কারও বাড়িতে সিবিআই,কারও বাড়িতে ইডি, কারও ঘরে এনআইএ, কারও ঘরে ইনকাম ট্যাক্স পাঠাচ্ছে। ধমকে, চমকে যাতে তৃণমূল নেতাদের চুপ করিয়ে রাখা যায় তার প্রক্রিয়া বিজেপি চালাচ্ছে। আরা যাই হোক এদের কাছে কখনই এদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করব না। মেরুদন্ড বিক্রি করব না।অভিষেক বলেন, আগামী ১৩ তারিখ যখন ভোটে দেবেন তখন সেই তার তারিখটাও ঐতিহাসিক। ২০১১ সারের ১৩ মে বাংলার মানুষ সিপিএম নাম জগদ্দল পাথরটা সরিয়েছিল। আর এবার ১৩ মে আপনি যখন বোতামটা টিপবেন তখন যেন ভুমিকম্পটা দিল্লিতে হয়। শপথ নিন শতাব্দী রায়কে ২ লাখের ব্যবধানে জেতাব। আর আমি জনসমক্ষে কথা দিয়ে যাচ্ছি যারা বাংলা বিরোধীরে উতখাতের লড়াইয়ে আমাদের সঙ্গে থাকবে আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ কেন্দ্র টাকা দিক আর না দিক আপনার বাড়ির প্রথম কিস্তির টাকা সরাসরি আপান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আমাদের সরকার পাঠিয়ে দেবে। এটা দিদির গ্যরান্টি। ২০২১ বলেছিলাম আমরা লক্ষীর ভান্ডার দেব বাড়ির একজনকে। মমতা বন্দ্যোপাদ্যায় জেতার পর পরিবারে যদি ৪ জন মহিলা থাকেন তাহলে ৪ জনকেই লক্ষীর ভান্ডার দিয়েছেন। বাংলার ২ কোটি ১২ লাখ মহিলকে আমরা লক্ষীর ভান্ডার দিচ্ছি তার মধ্যে ৯ লাখ বীরভূম জেলায় পাচ্ছে।

সিনেমার খবর

cinema TV

বলিউড তারকা প্রীতি জিনতার ভিডিও ভাইরাল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে শাহরুখ খানের ছবিতে কাজ করে অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রীতি জিনতা। জুটি বাঁধেন হৃতিক রোশন, আমির খান, সালমান খান, শাহরুখ খানের মতো বড় বড় তারকাদের সঙ্গে। বলিউডের প্রিয় 'ডিম্পল গার্ল' গত দেড় দশক সিনেমার পর্দা থেকে দূরে আছেন।

এখন নিজের ক্রিকেট দল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব নিয়ে ব্যস্ত তিনি। পাশাপাশি, স্বামী ও যমজ সন্তানদের নিয়ে পারিবারিক সময় কাটাচ্ছেন। বলিউডে তার শেষ ছবি 'ভাইয়াজি সুপারস্টার', সানি দেওলের সঙ্গে।

এদিকে স্পষ্টবক্তা হিসেবে বরাবরই সুখ্যাতি রয়েছে এ অভিনেত্রীর। কারও সহযোগিতা ছাড়াই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে। তবে নেপথ্যে কেউ না থাকলে অথবা কারও সহযোগিতা ছাড়া বলিউডে নিজের জায়গা তৈরি করা মুশকিল বলে মনে করেন বলি অভিনেত্রী।

পুরনো এক সাক্ষাৎকারে প্রীতি বলেছিলেন, বলিউডে ছবি পাওয়ার জন্য যত দূর খুশি যেতে পারে ছেলেমেয়েরা। যাদের কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তবে শুধু ফিল্মি ব্যাকগ্রাউন্ডের কথা বলছি না। যে কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড না থাকলেই এই সমস্যা। সেই সব ছেলেমেয়েদের জন্য বলিউড নিরাপদ জায়গা নয়। প্রীতির পুরনো সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।

এদিকে এক সময় তিনি জানিয়েছিলেন, বলিউডে ফিরে যাওয়ার বিশেষ কারণ থাকলে তিনি নিশ্চই ফিরবেন। ভালো ছবি, ভাল চরিত্র পেলে আবারও অভিনয় করবেন। মনের মতো চরিত্র বা ছবির সুযোগ পাননি বলেই পর্দায় দেখা মেলেনি তার, মনে করছেন দর্শকের একাংশ। ৪৯ বছর বয়সেও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, গালে টোল পড়া হাসি আজও ঝড় তোলে অনুরাগীদের মনে।

লারা দত্তের রঙিন জীবন, শুনলে অবাক হবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের মেয়ে লারা দত্ত। ২০০০ সালের শুরুতেই মিস ইউনিভার্স খেতাব জিতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন যিনি। নিজের মুকুটে এই পালক যুক্ত হওয়ার পরে আর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। কাজ করেছেন শাহরুখ, সালমান খানের মতো বড় বড় তারকাদের সঙ্গে।

২০০৩ সালে 'আন্দাজ' ছবি দিয়ে বলিউডে অভিষেক হয় লারার। বলিউডের পাশাপাশি একাধিক আঞ্চলিক সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন তিনি। পাশাপাশি খেলাধুলাতেও দক্ষ ছিলেন লারা। জাতীয় স্তরে বাস্কেট বলে অংশগ্রহণ করেছিলেন অভিনেত্রী।

এইসবই তো গেল লারার প্রফেশনাল ক্যারিয়ারের গল্প। ব্যক্তিজীবনেও নানা কারণে আলোচিত ছিলেন এই অভিনেত্রী। ক্যারিয়ার শুরুতেই সম্পর্কের কারণে একাধিকবার সংবাদের শিরোনাম হয়েছেন লারা।

দীর্ঘ ৯ বছর ভূটানিজ মডেল কেলি দোরজির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন অভিনেত্রী। বলিউডে ক্যারিয়ার শুরুর সময় থেকেই লিভ-ইনে ছিলেন লারা। আর সেই লিভ-ইন সম্পর্ক থাকাকালীনই অপর একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

যেটা তার প্রেমিক জেনে ফেলার পরই বিচ্ছেদ ঘটে দুজনের মাঝে। এরপর ২০০৮ সালে বলিউড অভিনেতা দিনো মোরিয়ার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান লারা। সেই প্রেমও বেশিদিন টেকেনি। ২০০৯ সালেই আলাদা হয়ে যান এই জুটি।

দু'বার ব্যর্থ প্রেমের পর গলফ খেলোয়াড় টাইগার উডসের সঙ্গেও লারার নাম জড়িয়ে পরে। যে সম্পর্ক নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। এরপর টেনিস খেলোয়াড় মহেশ ভূপতির সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান লারা। যিনি ছিলেন বিবাহিত।

বিবাহ বহির্ভূত সেই সম্পর্কে জড়িয়ে তার গলাতেই মালা দেন অভিনেত্রী। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে মহেশের স্ত্রী মডেল শ্বেতা দাবি করেন, বিবাহবিচ্ছেদের আগেই লারাকে বিয়ে করেন শ্বেতা।

যদিও সেই দাবিতে লারার বিয়েতে কোনো বাঁধা হয়নি। বরং মহেশ ভূপতির সঙ্গেই বর্তমানে সংসার করছেন এই নায়িকা। তাদের একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে।

দুদিনের প্রেম ভাঙার ইঙ্গিত আদিত্য-অনন্যার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত কয়েক মাসে অনেকবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে অনন্যা পাণ্ডে ও আদিত্য রয় কাপুরকে। প্রথমবার পোশাকশিল্পী মণীশ মালহোত্রার ফ্যাশন শোতে একসঙ্গে র‍্যাম্প মাতিয়েছিলেন তারা। তার মাসখানেক পরে স্পেনের মাটিতেও ধরা পড়েছিল তাদের প্রেম। আদিত্যর বাহুলগ্না হয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলেন অনন্যা। ভারতে ফিরেও একই গাড়িতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে দেখা যায় তাদের।

বর্ষবরণের সময় লন্ডনে সময় কাটাচ্ছিলেন দুজন। ভেবেছিলেন মুম্বাই থেকে এত দূরে টের পাবেন না কেউ। কিন্তু সেখানেই ক্যামেরাবন্দি হয়ে পড়লেন তারা। তারপর করণ জোহরের কফি কাউচে এসে একপ্রকার প্রেমের খবরে সিলমোহর দিয়েছিলেন চাঙ্কি-কন্যা।

গত কয়েক মাস সর্বক্ষণই আদিত্যের সঙ্গেই দেখা গেছে তাকে। কিন্তু হঠাৎ কি ছন্দপতন হয়েছে? বছর ঘোরার আগেই কি সম্পর্ক ভেঙেছে আদিত্য-অনন্যার? অভিনেত্রীর পোস্ট উস্কে দিয়েছে সেই জল্পনা।

সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রামে হাতে লেখা একটি নোটের ছবি পোস্ট করেন। সেখানেই জীবনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে নানা কথা লেখা রয়েছে। সেই লেখার বাংলা দাঁড়ায় এমন, সে যদি তোমার হয় তবে অবশ্যই ফিরে আসবে। এসব কিছুই ঘটছে শুধু তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। যদি তুমি এটি গ্রহণ না করো, তবে দূরে পাঠিয়ে দিতে পার। যদি এটি তোমার হয় তবে ফিরে আসবে। যদি তুমি বিশ্বাস করতে পার যে এটা আসলে তোমার, তাহলে সে তোমার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। কখনো যদি তোমার মনে হয়, এত সুন্দর জিনিস তোমার হতেই পারে না, তাহলেও এটা কখনোই তোমার অংশ নয়। কারণ সবকিছু তোমার আত্মার সঙ্গে জুড়ে থাকতে পারে না।

অভিনেত্রীর এই পোস্ট দেখে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আদিত্য ও তার সম্পর্ক কোন দিকে যাচ্ছে তা সময়ই বলে দেবে।

অনেক ভুলের পর নিজেকে গুটিয়ে নিলেন পরিণীতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কিছু কথা বলেছেন যা শুনে রীতিমতো চমকে উঠেছেন তার অনুরাগীরা। এতে তিনি বলেন, জীবনে অনেক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লোকের প্রচুর ভুল কথাও শুনেছি!

রাজনীতিবিদ রাঘব চাড্ডার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর থেকেই নিজেকে যেন একটু বেশি গুটিয়ে ফেলেছেন পরিণীতি। ব্যক্তিগত জীবনকে রেখেছেন আড়ালেই। এমনকি, কয়েকদিন আগেই রটে যায় পরিণীতি নাকি অন্তঃসত্ত্বা। তবে সেই গুঞ্জনকে নিজেই উড়িয়েছেন।

সাক্ষাৎকারে পরিণীতি বলেন, ক্যারিয়ারের শুরুতেই আমি অনেক ভুল করেছি। প্রচুর ভুল পরামর্শ মেনে চলেছি। আসলে, তখন ঠিক বুঝতাম না। লোকে বলত, ওই অভিনেত্রী ওরকমটা করেছে, তোমাকেও সেরকমটা করতে হবে। আর আমিও সেটা মেনে নিতাম। তবে এখন বুঝতে পারি। তাই প্রযোজক ও পরিচালকদের বলতে চাই, এখন আমাকে কাস্ট করুন, আমার বর্তমানটা দেখে, অতীত দেখে নয়।

২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর গোধূলি লগ্নে পাঞ্জাবি রীতি রেওয়াজ মেনে উদয়পুরে রাজকীয় বিয়ে সেরেছেন পরিণীতি ও রাঘব চাড্ডা। 'আম আদমি' সাংসদের সঙ্গে বলিউড অভিনেত্রীর হাই প্রোফাইল বিয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে ভারতজুড়ে চর্চা চলেছিল।

এদিকে ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া 'চমকিলা'য় অভিনয় করে ফের খবরের শিরোনামে চলে এসেছেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। চিত্রসমালোচক থেকে শুরু করে দর্শক সবাই পরিণীতির অভিনয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

কবে আসছে 'অ্যানিমাল ২'?

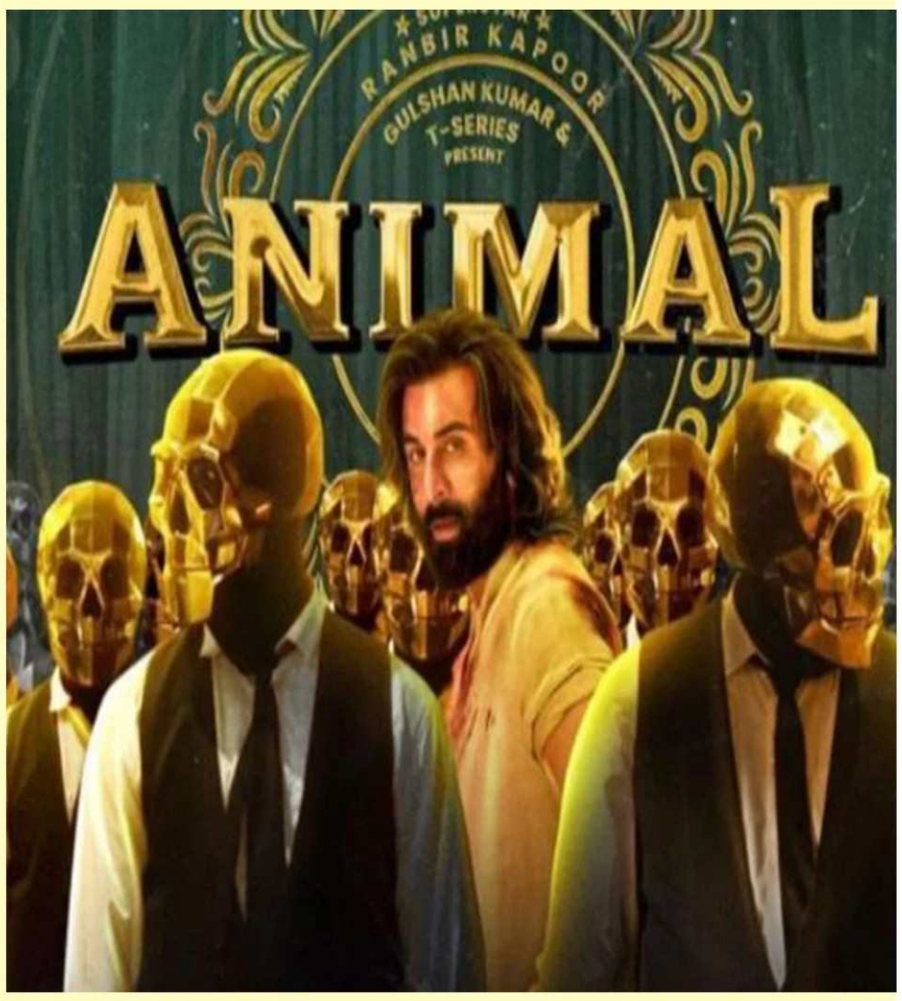

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'অ্যানিমাল' সিনেমা দেখেনি এখন খুব কম মানুষ আছে। সেই ছবিতে রণবীর কাপুরের অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকেই। এই ছবির শেষেই পরিচালক দেখিয়েছিলেন যে এই সিনেমার সিক্যুয়েল আসছে। অনেকেই মুখিয়ে আছেন এই সিক্যুয়েলের জন্য, যার নাম 'অ্যানিমাল পার্ক'। সম্প্রতি সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা জানিয়েছেন কবে আসছে সেই ছবি।

পরিচালক সাম্প্রতিক অ্যাওয়ার্ড শোতে এই আপডেটটি শেয়ার করেছেন। ২০২৬ সালে রণবীর কাপুর-অভিনীত 'অ্যানিমাল'-এর সিক্যুয়েলের কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি সন্দীপ রেড্ডি সিনেমাটিক ইউনিভার্সের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন।

পুরস্কার গ্রহণ করার সময় হোস্টরা তাঁকে রণবীর কাপুর-অভিনীত 'অ্যানিমাল' সিক্যুয়েল 'অ্যানিমাল পার্ক' সম্পর্কে কিছু বিশদ প্রকাশ করতে বলেছিলেন। তখনই তিনি বলেছিলেন যে, ছবিটি ২০২৬ সালে ফ্লোরে যাবে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে, 'অ্যানিমাল পার্ক' আসলে 'অ্যানিমাল'-এর চেয়ে বড় এবং আরও বন্য একটি সিনেমা হবে। যদিও এমন দাবি তিনি আগেও করেছিলেন।

মুম্বাইকে হারিয়ে প্লে অফের পথে আরেক ধাপ এগোলো রাজস্থান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলের ১০০তম ম্যাচ সুখের হল না হার্দিক পান্ডিয়ার। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের কাছে তার দল হেরেছে ৮ উইকেটে। সবাইকে অবাক করে টস জিতে প্রথমে ব্যাট নিয়েছিলেন হার্দিক। মুম্বাই করে ৯ উইকেটে ১৭৯ রান। জবাবে রাজস্থান ১৮.৪ ওভারে ১ উইকেটে করে ১৮৩ রান। সঞ্জু স্যামসনের দলের জয়ের দুই নায়ক যশস্বী জয়সওয়াল এবং সন্দীপ শর্মা। ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে আইপিএলের প্লেঅফের দিকে আরো এক পা এগিয়ে গেল প্রতিযোগিতার প্রথম বারের চ্যাম্পিয়নেরা।

১৮০ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা একটু ধীরে করেন যশস্বী জয়সওয়াল এবং জস বাটলার। তবে ইনিংস যত এগিয়েছে তত রান তোলার গতি বাড়িয়েছেন রাজস্থানের ব্যাটারেরা। সঞ্জুদের ইনিংসের ৬ ওভারের পর বৃষ্টি নামে। ৪০ মিনিট বন্ধ থাকে খেলা। তাতেও রাজস্থানের ইনিংসে বিঘ্ন ঘটেনি। বাটলার ২৫ বলে ৩৫ রান করে পীযূষ চাওলার বলে আউট হয়ে গেলেও অন্য প্রান্তে অবিচল ছিলেন যশস্বী। নিজের এবং দলের ইনিংসকে মসৃণ ভাবে এগিয়ে নিয়ে যান তিনি। যশপ্রীত বুমরাকেও পরোয়া করলেন না তরুণ ওপেনার। এ বারের আইপিএলে তেমন রান পাচ্ছিলেন না। প্রশ্ন উঠছিল তার ফর্ম নিয়ে। সোমবার সমালোচকদের জবাব দিলেন অনবদ্য শতরানের ইনিংস খেলে। ৫৯ বলে শতরান পূর্ণ করেন জয়সওয়াল। শেষ পর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকলেন ৬০ বলে ১০৪ রানে। তার ইনিংসটি সাজানো ছিল ৯টি চার এবং ৭টি ছক্কায়।

জয়সওয়ালকে যোগ্য সঙ্গ দেন রাজস্থান অধিনায়ক সঞ্জুও। তিনিও সাবলীলভাবে ব্যাট করেন। মুম্বাইয়ের বোলারেরা রাজস্থানের ব্যাটারদের তেমন কোনো সমস্যায় ফেলতেই পারেননি। সঞ্জুর ব্যাট থেকে আসে ২৮ বলে ৩৮ রানের ঝকঝকে ইনিংস। তার ইনিংসটি সাজানো ছিল ২টি করে চার এবং ছয়ে। মুম্বাইয়ের বোলারদের মধ্যে পীযূষ ৩৩ রানে ১ উইকেট নেন। জয়পুরের ২২ গজে সাধারণ দেখাল বুমরা, হার্দিকদের।

জয়পুরের ২২ গজে সুবিধা করতে পারেননি মুম্বাইয়ের উপরের দিকের ব্যাটারেরা। সন্দীপ এবং ট্রেন্ট বোল্টের দাপটের সামনে ২০ রানে ৩ উইকেট হারায় মুম্বাই। তার পরেও মুম্বাইকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন দুই তরুণ তিলক বর্মা এবং নেহাল অধেরা। পর পর আউট হয়ে যান রোহিত শর্মা (৬), ঈশান কিশন (০) এবং সূর্যকুমার যাদব (১০)। বড় রান পেলেন না পাঁচ নম্বরে নামা মেহাম্মদ নবিও। আফগানিস্তানের অলরাউন্ডার করেন ১৭ বলে ২৩ রান। ৫২ রানে ৪ উইকেট পড়ে যাওয়ার পর মুম্বাইয়ের ইনিংসের হাল ধরেন তিলক এবং নেহাল। ছয় নম্বরে ব্যাট করতে নামা নেহালের ব্যাট থেকে আসে ২৪ বলে ৪৯ রানের ইনিংস। তার ইনিংসটি সাজানো ছিল ৩টি চার এবং ৪টি ছয়। মাত্র ১ রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেও বোল্টের বলে আউট হওয়ার আগে তিলকের সঙ্গে ৯৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ জুটি গড়েন তিনি।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে মুম্বাইয়ের ইনিংসকে ভরসা দিলেন মূলত তিলক। চার নম্বরে নেমে ২২ গজের এক প্রান্ত আগলে রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। তিনি করেন ৪৫ বলে ৬৫ রান। তার ইনিংসে রয়েছে ৫টি চার এবং ৩টি ছক্কা। রান পেলেন না অধিনায়ক হার্দিকও (১০)। মুম্বাইয়ের শেষ দিকের ব্যাটারেরাও উল্লেখযোগ্য কিছু করতে পারেননি।

এই ম্যাচে নবিকে আউট করে বিশ্বের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএলে ২০০ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন যুজবেন্দ্র চাহাল। ৪৮ রান খরচ করে একটিই উইকেট পেলেন লেগস্পিনার। সফলতম সন্দীপ নেন ১৮ রানে ৫ উইকেট। রাজস্থানের অন্য বোলারদের মধ্যে বোল্ট ৩২ রানে ২ উইকেট, আবেশ খান ৪৬ রান দিয়ে ১ উইকেট নিলেন। এ দিনও উইকেট পেলেন না রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বোল্ট এদিন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২৫০ উইকেট পূর্ণ করেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

ফিরছেন না সুনিল নারিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের (কেকেআর) হয়ে যেভাবে জ্বলে উঠেছেন সুনিল নারিন, তাতে অনেকের মনে তৈরি হয়েছে কৌতুহলী প্রশ্ন। নারিনকে কি আগামী জুন থেকে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে খেলবেন?

ভক্তদের সেই কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তর অবশ্য দিয়েছেন নারিন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সিতে তিনি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা, তা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন।

তবে নারিনের উত্তর শুনে হয়তো অনেক ভক্তরই মন খারাপ হবে। কারণ, গত সপ্তাহে কলকাতার হয়ে নিজের টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি হাঁকানো এই ক্যারিবীয় অলরাউন্ডার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি আর জাতীয় দলের জার্সিতে খেলবেন না। নারিন জানান, তার জন্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দরজা বন্ধ।

জাতীয় দলের জার্সিতে ফেরা নিয়ে নারিন বলেন, আমি সত্যিই খুশি যে সম্প্রতি আমার পারফরম্যান্স অনেককে প্রকাশ্যে তাদের অবসর ভেঙে আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমি সেই সিদ্ধান্তের (জাতীয় দলের হয়ে না ফেরা) নিয়ে সন্তুষ্ট। আমি কখনই হতাশ হতে চাই না। সেই দরজাটি এখন বন্ধ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে জুনে যারা মাঠে নামবে আমি তাদের সমর্থন করবো।-যোগ করেন নারিন।

তিনিও আর বলেন, যে ছেলেরা গত কয়েক মাস ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং আমাদের দুর্দান্ত ভক্তদের দেখানোর যোগ্য যে তারা আরেকটি শিরোপা জিততে সক্ষম- আমি আপনাদের শুভ কামনা জানাই।

গত সপ্তাহে রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ৫৬ বলে ১০৯ রানের দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেন নারিন। তবে নারিনের ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিকে ম্লান করে পাল্টা সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে রাজস্থানকে জয় এনে দেন জস বাটলার।

আইপিএলের চলতি মৌসুমে কলকাতার হয়ে যৌথভাবে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি নারিন। ২২.১১ গড়ে বোলিং করে শিকার করেন ৯ উইকেট। তার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের প্রশংসা করেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বর্তমান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক রভম্যান পাওয়েল।

২০২৩ সালের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন নারিন। তবে ২০১৯ সাল থেকেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের জার্সি খেলেননি তিনি। আর জাতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছেও নেই নারিনের।

আইপিএলে 'পার্পল ক্যাপ'

নিজের দখলে নিতে ফিজের সুযোগ ৩ ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে এবার স্বপ্নের মতোই নিজেকে মেলে ধরেছেন বাংলাদেশি কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান। যদিও তিনি দলে জায়গা পেয়েছিলেন বিকল্প হিসেবে। আর দলে জায়গা পেয়েই উড়ছিলেন তিনি। যার জন্য একাধিকবার পার্পল ক্যাপ নিজের দখলে নিয়েছেন তিনি।

ফিজের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি ক্রীড়াঙ্গন। কিন্তু তারপরেও আসরের শেষ পর্যন্ত থাকতে পারছেন না দ্য ফিজ। যার জন্য মুস্তাফিজুর রহমানের বাকি নেই খুব বেশি ম্যাচ। আসছে জিম্বাবুয়ে সিরিজের জন্য কয়েকদিনের মাঝে দেশে ফিরবেন তিনি। দেশে ফেরার আগে চেন্নাইয়ের হয়ে আর মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলতে পারবেন এই টাইগার পেসার।

এই তিন ম্যাচে ভালো করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারের প্রতীক 'পার্পল ক্যাপ' জয়ের সুযোগ রয়েছে মুস্তাফিজের সামনে। এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচে ১১ উইকেট শিকার করেছেন বাঁহাতি এ পেসার। বর্তমানে চেন্নাইয়ের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকার করা বোলার কাটার মাস্টার।

মঙ্গলবার নিজেদের অষ্টম ম্যাচে লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে লড়বে চেন্নাই। নিজেদের মাঠ এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে এ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ১১ উইকেটের ৮টিই মুস্তাফিজ এ মাঠে শিকার করেছেন।

চলতি আসরের শুরুর দিকে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারের টুপি 'পার্পল ক্যাপ' বাঁহাতি এ পেসারের মাথায় উঠেছিল। এরপর যুবেন্দ্র চাহালের মাথা হয়ে ক্যাপটি এখন জাসপ্রিত বুমরাহর কাছে। ৭ ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের এ পেসার শিকার করেছেন ১৩ উইকেট।

সমান উইকেট নিয়েছেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলা হার্শাল প্যাটেলও। রাজস্থানের যুবেন্দ্র চাহাল ও মুম্বাইয়ের জেরাল্ড কোয়েৎজের শিকার সমান ১২টি করে উইকেট। সোমবার জয়পুরে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে লড়বে রাজস্থান। উইকেট সংখ্যায় মুস্তাফিজের চেয়ে এগিয়ে থাকা চার বোলারের তিনজন মাঠে নামবেন।

উইকেট শিকারের সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও একটি জায়গা এগিয়ে আছেন বাংলাদেশের এ পেসার। ১ মে পর্যন্ত অনাপত্তিপত্র পাওয়া মুস্তাফিজ, চেন্নাইয়ের হয়ে খেলতে পারবেন আর তিন ম্যাচ। আর এই তিন ম্যাচ হবে নিজেদের মাঠে। যেখানে বল হাতে সফল তিনি। এ পর্যন্ত চেন্নাইয়ে খেলা ৩ ম্যাচের তার উইকেট ৮টি।

চলতি আসরে সব মিলিয়ে মুস্তাফিজের উইকেট ১১টি। আইপিএলের এক আসরে এটি কাটার মাস্টারের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেট শিকার। এর আগে ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের জার্সিতে ১৬ ম্যাচে শিকার করেছিলেন ১৭ উইকেট। আর ২০২১ সালে রাজস্থানের হয়ে ১৪ ম্যাচে নেন ১৪ উইকেট।

এবার অবশ্য চেন্নাইয়ে জার্সিতে এতোগুলো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাচ্ছেন না মুস্তাফিজ। ১ মে পর্যন্ত তাকে ছুটি দিয়েছে বিসিবি। এ সময়ে ২৩ এপ্রিল লখনৌ, ২৮ এপ্রিল হায়দরাবাদ ও ১ মে পাঞ্জাবের বিপক্ষে খেলবে চেন্নাই। যেখানে ভালো করার মাধ্যমে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারের প্রতীক 'পার্পল ক্যাপ' জয়ের সুযোগ থাকছে মুস্তাফিজের সামনে।

এবার আইপিএলে চার-ছক্কার লড়াইয়ে শীর্ষে যারা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৭তম আসর। যেখানে শুরু থেকেই বোলারদের চেয়ে ব্যাটারদের নৈপুন্যতা যেন একটু বেশিই চোখে পড়ার মত। কারণ ভারতের ঘরোয়া এই ফ্রাঞ্চইজি লিগের এবারের আসরে প্রতিটি দলই যেন রানের বন্যায় ভাসছে। টি-টোয়েন্টি সাধারণত চার ছক্কার খেলা হয়ে থাকলেও এতে বোলারদেরও নৈপুণ্যতা কম থাকে না। তবে আইপিএলে এবারের আসরে সব বোলারাই যেন নড়বড়ে অবস্থায় থাকছেন। কারণ আন্তর্জাতিক খেলায় যেখানে অনেক বোলার ৪ ওভার বল করে সর্বোচ্চ ৩০ রান দিতেন, সেখানে আইপিএলে এবার প্রায় ম্যাচেই সেই বোলারদেরও দিতে হচ্ছে ৪০ এর উপরে রান।

শুধু তাই নয়, চলমান আইপিএলে দুইশো রানও যেন অতি সহজেই করে ফেলছে ব্যাটাররা। এছাড়াও ৬৪৯ ছক্কা এবং ১ হাজার ১২২টি চার দেখেছে এবারের আইপিএল। তাই বলা যায় এবারের আসরটা যেন একেবারেই ব্যাটারদের জন্য। আর এই চার-ছক্কা হাঁকানোর লড়াইয়ে আইপিএলে সবার চেয়ে এগিয়ে আছে হায়দরাবাদের ব্যাটাররাই। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ একাই ভেঙে চলেছে একের পর এক রেকর্ড। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচে ৬ ওভারেই তারা তুলে নেয় ১২৫ রান। এবারের আসরে চারের সংখ্যা অনেকটা কম হলেও ছক্কা হাঁকানোর দিক থেকে সবার ওপরে আছেন সানরাইজার্সেরই দুই ব্যাটার। হেনরিখ ক্লাসেন হাঁকিয়েছেন ২৬ ছক্কা। এরপরেই আছে অভিষেক শর্মার নাম। তরুণ এই ভারতীয় ব্যাটার হাঁকিয়েছেন ২৪ ছক্কা। আর ক্লাসেন ২৬ ছক্কার বিপরীতে চার মেরেছেন ৯টি। অভিষেক ২৪ ছক্কার সঙ্গে মেরেছেন ১৮টি চার। সবচেয়ে বেশি ৩৯ চার হাঁকানো সানরাইজার্সের ট্রাভিস হেড ১৮টি ছক্কা মেরে দখল করেছেন ছক্কা হাঁকানোর তালিকার সপ্তম স্থান। এদিকে ছয় হাঁকানোর দিক থেকে যৌথভাবে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তিনজন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের সুনীল নারিন হাঁকিয়েছেন ২০ ছক্কা। সমান সংখ্যক ছক্কা মেরেছেন রাজস্থান রয়্যালসের রিয়ান পরাগ এবং লখনৌ সুপার জায়ান্টসের নিকোলাস পুরান। আর বেঙ্গালুরুর দীনেশ কার্তিক মেরেছেন ১৯ ছক্কা। অপরদিকে ১৮টি করে ছক্কা মেরেছেন ট্রাভিস হেড, রোহিত শর্মা এবং ভিরাট কোহলি। হেড এবং কোহলি দুজনেই আছেন চার মারার তালিকার শীর্ষে। কারণ সর্বোচ্চ ৩৯টি চার মেরেছেন হেড। আর কোহলির ব্যাটের অর্জন ৩৬ চার। ত্রিশের বেশি চার মেরেছেন আরও দুজন। কলকাতার ফিল সল্ট চার হাঁকিয়েছেন ৩১ বার। আর রোহিত শর্মা মেরেছেন ৩০ চার। রাজস্থানের অধিনায়ক স্যাঞ্জু স্যামসনের ব্যাট থেকে এসেছে ২৭ চার। ২৬টি চার মেরেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের রুতুরাজ গায়কোয়াড় এবং গুজরাটের শুভমান গিল। এছাড়াও ২৮টি করে চার মেরেছেন কলকাতার সুনীল নারিন এবং গুজরাটের সাই সুদর্শন।

আইপিএলে চাহালের ডাবল সেঞ্চুরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলে গতকাল ঘরের মাঠে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল রাজস্থান রয়্যালস। চলমান আসরে উড়তে থাকা রাজস্থানের সামনে গতকাল পাত্তা পায়নি হার্দিক পান্ডিয়ার মুম্বাই। পাচবারের চ্যাম্পিয়নদের উড়িয়ে রাজস্থান ম্যাচটি জিতে নিয়েছে নিয়েছে ৮ বল আর ৯ উইকেট হাতে রেখেই। আর বড় জয়ের দিনে এদিন আইপিএল ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে দুর্দান্ত এক রেকর্ড গড়েছেন যুজবেন্দ্র চাহাল।

আইপিএল ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে দুইশ উইকেট নেয়ার রেকর্ড গড়েছেন চাহাল। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের এ টুর্নামেন্টে এর আগে আর কোনো বোলার এমন কীর্তি গড়তে পারেননি। গতকাল মুম্বাইয়ের মোহাম্মদ নবীকে সাজঘরে ফিরিয়ে নিজের দুইশতম উইকেটটি নেন চাহাল।

রাজস্থানের বিপক্ষে গতকাল আগে ব্যাট করতে নেমে সূচনাটা ভালো হয়নি মুম্বাইয়ের। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদবরা ফিরেছেন শুরুতেই। পরে দলের হারল ধরেছিলেন তিলক বার্মা। তাঁর ৪৫ বলে ৬৫ এবং নেহাল ওয়াধেরার করা ২৪ বলে ৪৯ রানের সুবাদের নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৯ রানের সংগ্রহ গড়ে মুম্বাই।

পরে লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সহজেই ম্যাচটি জিতে নিয়েছে রাজস্থান। আর দলকে জেতানোর পথে এদিন ব্যাট হাতে শতকের দেখা পেয়েছেন যশ্বসী জয়সোয়াল। ৬০ বল খেলে ৭ ছয় আর ৯ চারে ১০৪ রান কপ্রেন জয়সোয়াল, দুর্দান্ত এই সতকে ফর্মে ফেরার আভাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর এই শতকেই ৮ বল হাতে রেখে ৯ উইকেটে ম্যাচট জিতে নেয় রাজস্থান।

আইপিএলে দুইশ উইকেটের মাইলফলক গড়তে চাহাল খেলেছেন ১৫২ ইনিংস। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবথেকে বেশি উইকেট নেয়া বোলারদের তালিকায় এরপরেই আছেন ডোয়েইন ব্রাভো, ১৫৮ ইনিংসে তিনি নিয়েছেন মোট ১৮৩ উইকেট, এরপরে আছেন পিযূস চাওলা, তাঁর উইকেট সংখ্যা ১৮১টি।

এদিকে আইপিএলে দুইশ উইকেট নেয়ার মাইলফলক গড়ে গতকাল চাহাল বলেন, যখন আইপিএল খেলা শুরু করি তখন আমি কখনোই ভাবি নি যে এমন অর্জন করতে পারবো। আমি মুম্বাইয়ের দলে ছিলাম তিন বছর, তবে আমার আসল যাত্রা শুরু হয় ২০১৪ সালে। এই যাত্রায় অনেক উত্থান-পতন দেখেছি, বাজে সময় থেকে শেখার চেষ্টা করেছি, আর আজ আমি এই অবস্থায় আসতে পেরেছি ওই বাজে সময় সময়গুলো এবং আমার কাছের মাউষদের জন্যই।

পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখেই লিগ শিরোপা জিতল ইন্টার মিলান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমীকরণটা সহজ ছিল। মিলান ডার্বি জিতলেই লিগ শিরোপাও জেতা হয়ে যাবে ইন্টার মিলানের। চলতি মৌসুমের ফর্ম দেখে সকলেই একটা অনুমান করতে পেরেছিল এই মিলান ডার্বিতে কে জিতবে।

২২ এপ্রিল সান সিরোতে মিলান ডার্বিতে ২-১ গোলে জয় পেয়েছে ইন্টার মিলান। এই জয়ে পাঁচ ম্যাচ হাতে রেখেই দুই মৌসুম পর লিগ শিরোপা ঘরে তুলল ইনজাঘির দল। ২০তম বারের মতো ইতালির মুকুট পড়ল ইন্টার মিলান।

সান সিরোতে সোমবার ম্যাচের ১৮ মিনিটে ইন্টারকে এগিয়ে দেন ফ্রান্সেসকো অ্যাসারবি। কর্নার থেকে আসা বল বেঞ্জামিন পাভার ফ্লিক ছয় গজ বক্সে পেয়ে তা হেডে লক্ষ্যভেদ করেন অ্যাসারবি। ম্যাচে ফেরার চেষ্টা চালিয়েও প্রথমার্ধে পারেনি এসি মিলান।

দ্বিতীয়ার্ধে উল্টো ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ইন্টার। ম্যাচের ৪৯তম মিনিটে পাভারের লম্বা পাস পেয়ে মিলানের দুই ডিফেন্ডারকে পরাস্ত করে দারুণ এক গোল করেন মার্কাস থুরাম। দুই গোলে পিছিয়ে পড়া মিলানের আশা জাগে ৮০ মিনিটে ফিকায়ো তোমোরি গোল করলে। যদিও শেষ পর্যন্ত আর ইন্টারের রক্ষণ ভাঙতে পারেনি মিলান।

শেষ দিকে ইন্টারের ডেনজেল ড্রাক্সিস আর মিলানের থিও হার্নান্দেস লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। দুই দলই পরিণত হয় দশ জনের দলে। ইন্টার অবশ্য রক্ষণ আগলে রেখেই জয় নিশ্চিত করে লিগ শিরোপা উদযাপনে মাতে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR